দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 16 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

স্কুলে ভর্তির সুযোগ চাই সব ছেলেমেয়ের

অবশেষে সমালোচনার মুখে বেসরকারি বিদ্যালয়ে সংসদ সদস্যদের সন্তানের জন্য ভর্তি কোটা বরাদ্দ করিবার সিদ্ধান্ত হইতে সরকার সরিয়া আসিয়াছে। তবে, ইহাও হইতে পারে যে, সমাজের সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত গুটিকতক মানুষের স্বার্থানুকূলে স্কুলে ভর্তি নীতিমালায় এরূপ জনবিরোধী কোটা ব্যবস্থা চালু করিবার কুফল শেষ পর্যন্ত সরকার উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। সে যাহাই হউক, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধন্যবাদার্হ। কারণ, তাহারই হস্তক্ষেপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী ভর্তি নীতিমালায় সংসদ সদস্যসহ প্রবাসীদের সন্তান, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এবং শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের সন্তানদের জন্য প্রস্তাবিত কোটা বরাদ্দের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হইয়াছে।

দশা এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, ক্ষমতাবানেরা সকল ন্যায়নীতিবোধ বিসর্জন দিয়া এবং আইন-কানুন তুচ্ছ করিয়া কিংবা ভাঙিয়াচুরিয়া রাষ্ট্র ও সমাজের নাগরিক সুবিধাগুলি হাতাইয়া লইতে একটুও দ্বিধা করিতেছে না। যাহাদের রাষ্ট্র ও জনগণের সেবায় নিয়োজিত থাকিবার কথা তাহারাই সাধারণ জনগণের বঞ্চনা বাড়াইয়া তুলিতে সদা তৎপর থাকিতেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নীতিমালা সংক্রান্ত কমিটির সাম্প্রতিক প্রস্তাবনা এরূপ নির্লজ্জতার স্মারক হইয়া থাকিবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের জন্য দুই শতাংশ কোটা চালু করিতে নীতিমালা সংশোধনের সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। তবে, কেবল সংসদ সদস্যদের সন্তানের সুবিধার কথা ভবিয়া নহে, কোটা ভাগবাটোয়ারায় উক্ত মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট আমলা-কর্মকর্তারাও অত্যুৎসাহে শামিল হইয়াছিল। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নীতিমালা সংক্রান্ত কমিটি বিদ্যমান তিন ধরনের কোটার সহিত সংসদ সদস্য, প্রবাসীদের সন্তান, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এবং শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের সন্তানদের জন্য আরও চার ধরনের কোটা চালু করিবার সুপারিশ প্রায় চূড়ান্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। আর, এরূপ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হইলে বিদ্যালয়গুলির শতকরা ১৪ ভাগ আসন কোনোরূপ যোগ্যতার বিচার ব্যতিরেকেই সমাজের সবচেয়ে ক্ষমতাবান ও বিশেষ সুবিধাভোগীদের সন্তানদের দখলে চলিয়া যাইত। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বর্তমানে বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী, মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানসন্ততি এবং ঢাকা মহানগর এলাকায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সন্তানসন্ততির জন্য তিন ধরনের কোটা চালু রহিয়াছে।

তবে, খবরটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হইতে-না-হইতেই সারাদেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। পত্রিকা, টিভি, রেডিওসহ ইন্টারনেটের বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ পরিসরে সমালোচনার ঝড় উঠে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানরাও এরূপ উদ্যোগের বিরোধিতা করেন। শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের জন্যে কোটা সংরক্ষণের সিদ্ধান্তকে বৈষম্যমূলক ও সাধারণ জনগণের সাংবিধানিক অধিকারের পরিপন্থি আখ্যায়িত করিয়া দুটি মানবাধিকার সংগঠন হাইকোর্টে রিট আবেদন পর্যন্ত দাখিল করে। সরকারের বোধোদয় ঘটায় শেষ পর্যন্ত এরূপ হঠকারী ও স্বার্থান্ধ উদ্যোগ ফলপ্রসূ হইতে পারেনি। সাধারণ অভিভাবকগণ কিছুটা হইলেও দুশ্চিন্তামুক্ত হইতে পারিয়াছেন যে, তাহাদের সন্তানেরা অন্তত প্রতিযোগিতা করিবার সুযোগ পাইবে। যদিও নীতিমালা অনুযায়ী, ভর্তির সময় 'উন্নয়ন খাতে' কোনো প্রতিষ্ঠানই তিন হাজার টাকার বেশি লইতে পারিবে না। ভর্তি ফরম এবং ভর্তি ফি বাবদ সরকার নির্ধারিত অর্থের অতিরিক্ত আদায় করিলে এমপিও বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা লওয়া হইবে বলিয়া নীতিমালায় সতর্ক করা হইয়াছে। তথাপি, রাজধানীর বিদ্যালয়গুলোতে এই উন্নয়ন খাতের কথা বলিয়া অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রহিয়াছে। এবারও যে তাহার ব্যত্যয় ঘটিবে এমন আশা করা যায় না। এই বিষয়গুলিতেও সরকার সতর্ক হইবে ও ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, আমরা তাহাই চাই।